গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০৮,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd;যুউঅ.বাংলা

২০১৯-২০২০ অর্থববছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন টিমের ৩য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ
পরিচালক(দাঃবিঃও ঋণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্থান : পরিচালকের অফিস কক্ষ।

তারিখ ও সময় : ২৮ নভেম্বর ২০১৯খ্রিঃ; বেলা ১১.০০ ঘটিকা।

উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হয়েছে।

সভাপতি উপস্থিত ইনোভেশন টিমের সদস্য এবং মাঠ পর্যায় থেকে আমন্ত্রিত ইনোভেটর কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভা অবহিত হয় যে, অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর নির্দেশনা মোতাবেক চলতি অর্থবছরে অনুষ্ঠেয় ইনোভেশন টিমের যেকোনো তিনটি সভায় প্রশিক্ষিত ইনোভেটরগণ যে সকল পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছেন তাদের প্রকল্পের অগ্রগতি সরাসরি মূল্যায়ন ও সংশ্লিষ্ট মেন্টরগণের সাথে কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমন্ত্রণ জানানোর লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা আছে। সেপ্রেক্ষিতে অদ্যকার সভায় প্রথমবারের মত ১০জন আমন্ত্রিত ইনোভেটর উপস্থিত রয়েছেন। ইনোভেটরদের পাইলট বাস্তবায়ন অগ্রগতির লিখিত প্রতিবেদন সভায় দাখিল করার নির্দেশনা থাকা সত্বেও কোন ইনোভেটর তা না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সভাপতি অবহিত করেন যে, অদ্যকার সভার কার্যক্রম ২ভাগে পরিচালিত হবে ১ম ভাগ নিয়মিত সভা এবং ২য় ভাগ ইনোভেটরদের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা। এ পর্যায়ে টিমের সদস্য-সচিব জনাব সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ সভাপতির অনুরোধক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। কার্যবিবরণীতে সংশোধনী না থাকায় তা গৃহীত হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন টিমের ২য় সভার কার্যবিবরণী ওয়েব পোর্টালের ইনোভেশন কর্ণারে আপলোড করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত সমূহ অবহিতকরণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় সহ সকল সদস্যকে ই-মেইলে প্রেরণ/অবহিত করা হয়েছে। সভায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মূল্যায়ন কাঠামোর (২০১৯-২০২০) ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ গৃহীত হয় যা নিম্নরুপ-

নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ প্রণয়ন	যথাসময়ে প্রণীত হয়েছে।	প্রণীত কর্মপরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টগণ সময়মত উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২	ইনোভেশন টিমের সভা	যথা নিয়মে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি চলতি অর্থবছরের ৩য় সভা।	সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে;	টিমের সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ
৩	ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ	সদস্য-সচিব জানান যে, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর প্রতিটি এজেন্ডা বাস্তবায়ণের জন্য বাজেট সংশোধনপূর্বক সর্বমোট ৮,১৮,২৫০/- (আট লক্ষ আঠার হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকার বিভাজন মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদন ও পরবর্তী ব্যবস্থার জন্য অর্থশাখায় অগ্রায়ন পূর্বক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	কার্যক্রম ভিত্তিক প্রস্তাবিত বাজেট মোতবেক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অর্থ শাখার সাথে নিবিড় যোগোযোগ রাখতে হবে;	জনাব সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ সদস্য সচিব
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	ক) উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা। খ) উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন। গ) সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির	প্রস্তুতকৃত ক্যালেন্ডারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ সমূহ সম্পন্ন করণে দায়িত্বপ্রাপ্তগণ উদ্যোগী হবেন;	টিমের নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য

নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন বিষয়ে আলোচনা হয়।		
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম	সদস্য-সচিব জানান যে, উদ্ভাবনী ধারণা সঠিকভাবে প্রেরণের লক্ষ্যে গাইড লাইন দিয়ে মাঠ পর্যায়ে যে পত্র দেয়া হয়েছিল তৎপ্রেক্ষিতে জেলা ও উপজেলা কার্যালয় হতে মোট ১২টি উদ্ভাবনী ধারণা পাওয়া গেছে;	প্রাপ্ত সকল উদ্ভাবনী ধারণা যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;	জনাব সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	পাইলটিং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ১০জন ইনোভেটরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সভায় ২য় ভাগে আলাদাভাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে;	-	-
৭	ইনোভেশন শোকেসিং	কর্মপরিকল্পনায় ১টি শো-কেসিং-এ অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। পাইলটিং মূল্যায়ন করে শো-কেসিং করা সম্ভব হতে পারে।	৩১ জানুয়ারি/২০২০ মাসের মধ্যে সকল পাইলটিং শেষ এবং ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর মধ্যে মূল্যায়ন শেষ করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট মেন্টর (সকল)
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	"বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন" জাতীয় পর্যায়ে (প্রতি জেলার ০১টি করে গ্রামে) বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।	এ লক্ষ্যে প্রণীত ডি পি পি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে;	
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	সদস্য-সচিব জানান যে, স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে গত অর্থবছরে ০৬টি আবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আবেদনগুলো ০৩টি টিমের মাধ্যমে সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। ০২টি টিমের প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ০১টি টিমের প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায় নাই।	শীগ্রই পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক পেশ করতে হবে;	জনাব মোঃ আতাউর রহমান সহকারী পরিচালক (শৃংঙ্খলা) জনাব শাহীনূর রহমান, সহকারী পরিচালক (দাঃবিঃও ঋণ)
১০	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/হালনাগাদকরণ। ১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/হালনাগাদকরণ। ১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল সেবার তথ্য আপলোড/হালনাগাদকরণ।	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/হালনাগাদ করা হয়েছে; ১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/হালনাগাদ করা হয়েছে; ১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল সেবার তথ্য আপলোড/হালনাগাদ করা হয়েছে;	জনাব সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি	১১.১ কর্মপরিকল্পনায় ১টি ডিজিটাল সেবা তৈরী ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। ১১.২ সদস্য-সচিব জানান যে, অত্র অধিদপ্তরে গত ১৪-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এটুআই এর সহযোগিতায় ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব ২০১৯ এর মাধ্যমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সেবা সমূহ কমন প্লাটফর্মে ডিজিটালাইজ (অনলাইন সিস্টেম) করার উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালা হতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক) ক্ষুদ্র ঋণ	১১.১ কাজেই কর্মপরিকল্পনা মাফিক নতুন করে ডিজিটাল সেবা তৈরী ও বাস্তবায়নের সুযোগ সীমিত; ১১.২ ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব ২০১৯ এর মাধ্যমে সমন্বিত ডিজিটালাইজ অনলাইন সিস্টেম সমূহ চালু না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানে বাস্তবায়িত সেবাসমূহ যথারীতি ব্যবহার করতে হবে;	জনাব ফরহাত নূর উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ-২) ও জনাব খন্দকার মোঃ রওনাকুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপ-পরিচালক (দাঃবিঃওঋণ) (ঋণের ই-সার্ভিস) জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (বাস্তবায়ন) (সুসংগঠন

নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম খ) প্রশিক্ষণ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গ) যুব সংগঠন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ঘ) গ্রান্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ঙ) এওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুতের লক্ষ্যে Terms of Reference (TOR) তৈরি করা হয়েছে যা আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া সচিব মহোদয়কে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে।		রেজিস্ট্রশন) জনাব শাহীনূর রহমান, সহকারী পরিচালক (দাঃবিঃও ঋণ) (ক্ষুদ্রঋণ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)
১২	সেবা সহজিকরণ	গত ১৪-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে এটুআই এর সহযোগিতায় ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব ২০১৯ এর মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তরের যে সকল সেবা সমূহ ডিজিটালাইজ (অনলাইন সিস্টেম) করার কাজ শুরু হয়েছে সেগুলি ই-সার্ভিসের আওতায় থাকবে। কিন্তু বর্তমানে চলমান কার্যক্রমের কোন একটিকে T.C.V এর ভিত্তিতে ধাপ কমিয়ে সহজিকরণের ব্যবস্থা নেয়া।	চলতি বছরের জন্য একটি নতুন সেবা চিহ্নিত করে সহজীকরণের আওতায় আনার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া এবং আগামী সভার পূর্বে একটি সেবা চিহ্নিত করার ব্যবস্থা নিতে এস,পি,এস টিমকে অনুরোধ জানানো হয়।	জনাব মাসুদা আকন্দ উপপরিচালক(প্রশিক্ষণ) ও আহবায়ক এস,পি,এস টিম।
১৩	সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স) বলেন যে, চলতি মাসে উল্লেখযোগ্য কোন প্রকার অভিযোগ বা জিজ্ঞাসা পাওয়া যায় নাই।	সোস্যাল মিডিয়ায় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে কোন জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরী ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)। ১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা।	১৪.১ বাস্তবায়িত ১টি সেবার ডকুমেন্টেশন তৈরী প্রকাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে; ১৪.২ সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনা তৈরী করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবক জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপ-পরিচালক (দাঃবিঃওঋণ)

২য় পর্বে আমন্ত্রিত ইনোভেটরদের পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা ও আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (সরকারী ই-মেইল ব্যবহার, ওয়েব পোর্টাল আপডেটকরণ, ফেইসবুক পেইজে তথ্য আপলোড, গ্রামীণ ফোনের সিম ব্যবহার, ইন্টারনেট কানেকটিভিটি বিষয়ক) পরিচালনা করা হয়। ইনোভেটরগণ তাদের আইডিয়া বাস্তবায়নের অগ্রগতি/অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন যা নিম্নরুপ-

নং	আইডিয়া বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত
১.	জনাব কাজী বন্যা আহমেদ, থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, গুলশান ইউনিট, ঢাকা। তাঁর উদ্ভাবনী আইডিয়া "<u>নিবন্ধিত যুব সংগঠনের মাধ্যমে মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি</u>"। বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০১৯ থেকে নভেম্বর/২০১৯ মাস। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ ১। সহকর্মীদের সাথে আলোচনা। ২। যুব সংগঠকদের সাথে আলোচনা। ৩। যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে ৩টি সভা করা হয়েছে। ৪। যুব সংগঠকদের উদ্বুদ্ধকরণ মাদক বিরোধী সচতনতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনা ৫। সংগঠনঃ ১। স্টার যুব কল্যাণ সোসাইটি,ভাটারা, ঢাকা। ২। ইয়েস (ইয়ূথ এনগেজমেন্ট সাসটিনিবিলিটি অব বাংলাদেশ। <u>পর্যালোচনাঃ</u> প্রশিক্ষণে পাইলট আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ-১৩ ব্যবহার করে মাইলস্টোন ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সে মাফিক তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। মনে রাখতে হবে প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নে ফলাফল নিরূপন করা আবশ্যক। কাজেই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়নের নিয়ামক নির্ধারণ করতে হবে। উপাস্থাপনা হতে বুঝা যায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়।	১। জানুয়ারি/২০২০ মাসের মধ্যে পাইলটিং সমাপ্ত করে সমাপনী পর্যালোচনা মাফিক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ২। ডিসেম্বর/২০১৯ মাসের শেষ সপ্তাহে মধ্যবর্তী অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

নং	আইডিয়া বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত
২.	জনাব হোসনে আরা বেগম, থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কোতয়ালী ইউনিট, ঢাকা। তাঁর উদ্ভাবনী আইডিয়া "গতানুগতিক ধারার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন"। বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০১৯ থেকে নভেম্বর/২০১৯ মাস। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ ১। প্রশিক্ষনার্থীগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করেছেন। ২। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১০০% ছিল। ৩। প্রশিক্ষণটি আনন্দ সহকারে সমাপ্ত করেছে। ৪। প্রশিক্ষণটি আনন্দ সহকারে উপভোগ করার ফলে তারা অন্য বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ নেয়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করছে। পর্যালোচনাঃ প্রশিক্ষণে পাইলট আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ-১৩ ব্যবহার করে মাইলস্টোন ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সে মাফিক তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। মনে রাখতে হবে প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নে ফলাফল নিরূপন করা আবশ্যক। কাজেই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়নের নিয়ামক নির্ধারণ করতে হবে। উপাস্থাপনা হতে বুঝা যায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়।	ঐ
৩.	জনাব ফেরদৌসী বেগম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, নারায়ণগঞ্জ। তাঁর উদ্ভাবনী আইডিয়া "গ্রামভিত্তিক ইলেক্ট্রিশিয়ান তৈরি"। বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০১৯ থেকে নভেম্বর/২০১৯ মাস। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ ১। নারায়নগঞ্জ সদরে ৫ টি ইউনিয়ন ও সিটি কর্পোরেশন মিলে সদর উপজেলা। ইউনিয়ন গুলি শহর ভিত্তিক । প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ইলেকট্রিক দোকান ও ইলিক্ট্রেশিয়ান আছে বিধায় আইডিয়াটি সদর উপজেলার জন্য প্রযোজ্য নয়। পর্যালোচনাঃ তিনি নতুন একটি আইডিয়া বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবেন।	ঐ
৪.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তাঁর উদ্ভাবনী আইডিয়া "যুবসংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি"। বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০১৯ থেকে নভেম্বর/২০১৯ মাস। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ ১। যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নিয়ে অবহিত করণ সভা করা হয়। ২। স্থানীয় প্রশাসন ও বিদ্যালয় প্রধানগণদের নিয়ে সভা করা হয়। ৩। ২টি বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়। যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নিয়ে স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে যৌতুক প্রথা রোধ বিষয়ক আলোচনা করা হয়। তাঁর পূর্বে ছাত্র /ছাত্রীদের নিয়ে যৌতুক প্রথা এবং বাল্য বিবাহের কুফল ও কুধারণা সম্পর্কে ধারনা শেয়ার করা হয়। ৪। স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রী এবং যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তবর্গের যোগাযোগ নাম্বারও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যেন সমস্যায় বিষয়টি জানাতে পারে। এছাড়াও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সভায় অংশ নেয়া ছাত্র/ছাত্রীদেরকে ফলোআপ করা হবে। এভাবে যৌতুক প্রথা এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা যাবে। পর্যালোচনাঃ প্রশিক্ষণে পাইলট আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ-১৩ ব্যবহার করে মাইলস্টোন ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সে মাফিক তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। মনে রাখতে হবে প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নে ফলাফল নিরূপন করা আবশ্যক। কাজেই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়নের নিয়ামক নির্ধারণ করতে হবে। উপাস্থাপনা হতে বুঝা যায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়।	ঐ
৫.	জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া তাঁর উদ্ভাবনী আইডিয়া "প্রশিক্ষণের গতিশীলতা আনয়নে যুব তথ্য ব্যাংক তৈরি "। বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০১৯ থেকে নভেম্বর/২০১৯ মাস। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ ১। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে গত ১৫/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে আইডিয়াটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে সভা আহবান করে উক্ত সভায় বিজয় নগর উপজেলার চান্দুরা ইউনিয়নের সাতগাঁও এলাকাকে পাইলটিং এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যা অত্র ইউনিয়নের ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত। তথ্য ব্যাংক তৈরীর মাধ্যমে বিজয়নগর উপজেলার গ্রামীন যুব ও যুব মহিলারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে কিভাবে ইনোভেটিভ আইডিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে সহজে ও কম খরচে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে যুব সেবা গ্রহণ করতে পারে তার ধারনা উপস্থাপনা করা হয়। ২। অত:পর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার দপ্তরে গত ২১/০৫/২০১৯ খ্রি: তারিখে তার অধীনস্থ সকলকে নিয়ে যুব তথ্য ব্যাংক তৈরীতে 'জরীপ ফরম' তৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।	ঐ

নং	আইডিয়া বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত
	উক্ত জরীপ ফর্মে টার্গেট গ্রুপদের মধ্যে বিতরণ ও তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ফাতগাঁও এলাকার ১৮-৩৫ বছর বয়সী ৮১৭ জন যুব ও ৭৯০ জন যুব মহিলার সমন্বয়ে ১৬০৭জন যুব'র তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। পর্যালোচনাঃ প্রশিক্ষণে পাইলট আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ-১৩ ব্যবহার করে মাইলস্টোন ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সে মাফিক তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। মনে রাখতে হবে প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নে ফলাফল নিরূপন করা আবশ্যক। কাজেই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়নের নিয়ামক নির্ধারণ করতে হবে। উপাস্থাপনা হতে বুঝা যায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। যুবকদের যে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে সেটি প্রাথমিক ডাটা নয় বরং সেকেন্ডারী ডাটা। তথ্যানুযায়ী ১৬০৭ জনের মধ্যে যাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা রয়েছে তাদের মোবাইল ফোন নম্বর থাকা জরুরী।	
৬.	জনাব জনাব মো: নঈম উদ্দিন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ভালুকা, ময়মনসিংহ। তাঁর উদ্ভাবনী আইডিয়া "গতানুগতিক ধারার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন"। বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল/২০১৯ থেকে নভেম্বর/২০১৯ মাস। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ ১। ২ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আইডিয়া মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। গতানুগতিক প্রশিক্ষণ ধারায় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যতিত অন্য কোন ইভেন্ট থাকে না। কিন্তু এই প্রশিক্ষণের শুরুতে একটি গান পরিবেশন করা হয় এবং ২দিন ১০ টাকা করে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে নাস্তা বিতরণ করা হয়। এতে প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। ২। নিজে এবং কার্যালয়ের ৩ জন সি এস ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমান চলমান প্রশিক্ষণ ব্যাচেও উক্ত আইডিয়াটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পর্যালোচনাঃ প্রশিক্ষণে পাইলট আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ-১৩ ব্যবহার করে মাইলস্টোন ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সে মাফিক তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। মনে রাখতে হবে প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নে ফলাফল নিরূপন করা আবশ্যক। কাজেই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়নের নিয়ামক নির্ধারণ করতে হবে। উপাস্থাপনা হতে বুঝা যায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়।	ঐ
৭.	জনাব মাহফুজুল হক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, মেলান্দহ, জামালপুর। তাঁর উদ্ভাবনী আইডিয়া "নিবন্ধিত যুব সংগঠনের মাধ্যমে মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি"। বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল/২০১৯ থেকে নভেম্বর/২০১৯ মাস। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ ১। নিজ দপ্তরের সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করা হয়। ২। যুব সংগঠনের নেত্রীবৃন্দকে নিয়ে সভা করা হয়। ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও চেয়ারম্যানের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং কর্মসূচি হাতে নেয়ার পরামর্শ দেন। এলক্ষ্যে ২টি যুব সংগঠন নিজ এলাকায় মাদক দ্রব্য ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা মূলক আলোচনা সভার আয়োজন করায় এলাকার যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ সকল আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও চেয়ারম্যানসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। বিষয়টি পরিবর্তী কর্মসূচিতেও চলমান থাকবে। পর্যালোচনাঃ প্রশিক্ষণে পাইলট আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ-১৩ ব্যবহার করে মাইলস্টোন ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সে মাফিক তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। মনে রাখতে হবে প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নে ফলাফল নিরূপন করা আবশ্যক। কাজেই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়নের নিয়ামক নির্ধারণ করতে হবে। উপাস্থাপনা হতে বুঝা যায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়।	ঐ
৮.	জনাব নুরুন নাহার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর নরসিংদী। তাঁর উদ্ভাবনী আইডিয়া "প্রশিক্ষণের গতিশীলতা আনয়নে যুব তথ্য ব্যাংক তৈরি"। বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০১৯ থেকে নভেম্বর/২০১৯ মাস। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ ১। প্রশিক্ষণ শেষে কর্মস্থলে ফিরে জেলার উপপরিচালক মহোদয়ের সাথে আইডিয়াটি নিয়ে আলোচনা করি। ২। নিজ দপ্তরের সহকর্মীদের নিয়ে কমিটি গঠন করি। পরবর্তীতে কমিটির সদস্যগণকে নিয়ে একটি গ্যান্ট চার্ট তৈরী করি। ৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আইডিয়াটির বাস্তবায়ন নিয়ে সভা করি। সভায় পাইলটিং এলাকা হিসেবে ২ নং ওয়ার্ডের মধ্য শিলকান্দি গ্রামটি নির্বাচন করা হয়। এই গ্রামের লোক সংখ্যা ২৭৯৩ জন। পুরুষ ১৪১৮ জন ও মহিলা ১৩৭৫ জন। যুবদের তথ্য জানার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় যুব সংগঠন এর ৫ জন যুব নির্বাচন করি যারা স্বেচ্ছায় এই উদোগ এর সাথে জড়িত থাকার অঙ্গীকার করেছে। পরবর্তীতে জরীপ ফর্ম তৈরী করি এবং কাজ শুরু করি। বর্তমানে জরীপ ফর্ম পূরণসহ	ঐ

নং	আইডিয়া বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন	সিদ্ধান্ত
	কাজটি প্রায় ৭০% অগ্রগতি হয়েছে। ডিসেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে পাইলটিং কার্যক্রম সমাপ্ত হবে। এবং পাইলটিং এলাকায় যুবদের তথ্য ভান্ডার তৈরী হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয় পরবর্তী সভায় এ আইডিয়াটি আলোচনা করতে বলেন। আমি আলোচনা করলে উপস্থিত সবাই বিষয়টির প্রশংসা করেন। আমি এডিবি হতে প্রশিক্ষণ পরিচালনার খরচের কথা বললে পরিষদ টাকা দিতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে কাজটি ভালোভাবে আগায়নি। তারপরও আমরা বিকল্প চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা সফলতা আনতে পারবো বলে আশাবাদী। পর্যালোচনাঃ প্রশিক্ষণে পাইলট আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ-১৩ ব্যবহার করে মাইলষ্টোন ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সে মাফিক তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। মনে রাখতে হবে প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নে ফলাফল নিরূপন করা আবশ্যক। কাজেই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়নের নিয়ামক নির্ধারণ করতে হবে। উপাস্থাপনা হতে বুঝা যায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়।	
৯.	জনাব জনাব মো: রেজাউল করিম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ধামরাই, ঢাকা। তাঁর উদ্ভাবনী আইডিয়া "গ্রাম ভিত্তিক ইলেক্ট্রিশিয়ান তৈরি"। বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০১৯ থেকে নভেম্বর/২০১৯ মাস। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ প্রশিক্ষণ শেষে নিজ দপ্তরের সহকর্মীদের সাথে আইডিয়াটি নিয়ে আলোচনা করি এবং সহকর্মীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করি। পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে আইডিয়াটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৭ টি ইউনিয়ন থেকে মোট ৫৫৬ টি গ্রাম চিহ্নিত করা হয়। প্রত্যেক গ্রাম থেকে ০১ জন মূখ্য ০১ জন গৌন হিসেবে তালিকা করে তার মধ্যে থেকে ৩০/৩৫ জনের একটি ব্যাচ তৈরী করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে ২/৩ মাসের একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে একটি টুল বক্স প্রদান এবং প্রয়োজনে ৫০,০০০/- থেকে ৬০,০০০/- টাকা যুবঋণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রশিক্ষিত ইলেক্ট্রিশিয়ানগণ গ্রামের নির্ধারিত স্থানে একটি করে ইলেকট্রিক দোকান করবেন যেখানে সকল প্রকার ইলেকক্টিক মালামাল পাওয়া যাবে - যার নাম হবে যুব কর্নার। তিনি অত্র অফিসের যুব প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। ফলস্বরুপ অত্র ইলেকট্রিশিয়ান একজন আত্মকর্মী হিসেবে পরিগনিত হবে। তার দেখা দেখি অন্য যুবকরাও আত্মকর্মী হওয়ার জন্য উদ্যোগী হবে। পর্যালোচনাঃ প্রশিক্ষণে পাইলট আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ-১৩ ব্যবহার করে মাইলষ্টোন ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সে মাফিক তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। মনে রাখতে হবে প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নে ফলাফল নিরূপন করা আবশ্যক। কাজেই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়নের নিয়ামক নির্ধারণ করতে হবে। উপাস্থাপনা হতে বুঝা যায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়।	ঐ
১০.	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম মিজি, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তাঁর উদ্ভাবনী আইডিয়া "যুবসংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি" বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০১৯ থেকে নভেম্বর/২০১৯ মাস। বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ যুবসংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক আইডিয়াটি নেয়ার পর বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রীদের বাল্য বিবাহ ও যৌতুক বিষয়ে সচেতনতা মূলক সংগঠন ও জনপ্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠানের পরে ছাত্রীরা স্বপ্রানোদিত হয়ে নিজের বিয়ে নিজে প্রতিরোধ করেছে এবং যুব সংগঠনের সদস্যগণ নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে। এবং বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রথা প্রতিরোধে তৎপর থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। এই ধরণের সামাজিক শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকান্ডের সংগে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। সমাজ বিরোধী এই সকল কর্মকান্ড প্রতিরোধে আমি দাপ্তরিক ভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে স্বচেষ্ট থাকবো। পর্যালোচনাঃ প্রশিক্ষণে পাইলট আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ-১৩ ব্যবহার করে মাইলষ্টোন ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সে মাফিক তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। মনে রাখতে হবে প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নে ফলাফল নিরূপন করা আবশ্যক। কাজেই প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলাফল মূল্যায়নের নিয়ামক নির্ধারণ করতে হবে। উপাস্থাপনা হতে বুঝা যায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়।	ঐ

কর্মপরিকল্পনা ও অদ্যকার সভার গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্রুততম সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কার্যাদি প্রতিপালনে আন্তরিক হবেন, সভাপতি এই আশাবাদ প্রকাশ করেন। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

০৪/১২/১৯

(মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ)
পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)
ও
ইনোভেশন অফিসার
ফোনঃ ৯৫৬১৩৫৩

স্মারক নং-৩৪.০১.০০০০.০০৮.৩১.০৬১.১৯- ৬৭ তারিখঃ ০৪/১২/২০১৯খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। পরিচালক(সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩। জনাব-- সদস্য, ইনোভেশন টিম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫। সংশ্লিষ্ট নথি ।

০৪/১২/২০১৯

(সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ)
সহকারী পরিচালক(আইসিটি)
ও
সদস্য-সচিব
ইনোভেশন টিম
ফোনঃ ৯৫৮৬৮৯৮
e-mail: adict@dyd.gov.bd

পরিশিষ্ট "□"

□□/□□/□□□□খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ইনোভেশন টিমের সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণের তালিকা(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্রমিক নং	□□□ □ □□□□	স্বাক্ষর
১.	জনাব মাসুদা আকন্দ □□□□□□□□□ (প্রশিক্ষণ)	স্বাক্ষরিত
২.	□□□□ □,কে,এম মফিজুল ইসলাম □□□□□□□□□ (□□□□□□ □ □□)	স্বাক্ষরিত
৩.	জনাব সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম □□□□□□□□□ (□□□□□) (পরিকল্পনা)	স্বাক্ষরিত
৪.	জনাব ফরহাত নূর □□□□□□□□□ (□□□□□) (প্রশিক্ষণ)	স্বাক্ষরিত
৫.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান □□□□□□□□□ (□□□□□) (বাস্তবায়ন)	স্বাক্ষরিত
৬.	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন □□□□□□□□□ (□□□□□) (পরিকল্পনা)	স্বাক্ষরিত
৭.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান □□□□□□□□□ (□□□□□) (□□□□□□□□□)	স্বাক্ষরিত
৮.	জনাব মোঃ শাহীনুর রহমান □□□□□□ □□□□□□□ (□□□ □□□ □ □□)	স্বাক্ষরিত
৯.	জনাব খন্দকার মোঃ রওনাকুল ইসলাম □□□□□□ □□□□□□□ (প্রশিক্ষণ)	স্বাক্ষরিত
১০.	জনাব সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)	স্বাক্ষরিত
১১.	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স) (কো-অপ্ট সদস্য)	স্বাক্ষরিত
১২.	□□□□ হোসনে □□□ বেগম □□□ যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কোতোয়ালী ই□□□□, □□□□।	স্বাক্ষরিত
১৩.	□□□□ নূরুন □□□□ □□□□□□ যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, স□□□, □□□□□□□।	স্বাক্ষরিত
১৪.	□□□□ মো: □□□ উদ্দিন □□□□□□ যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ভালুকা, □□□□□□□□।	স্বাক্ষরিত
১৫.	□□□□ মো: রফিকুল □□□□□ □□□□ □□□□□□ যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	স্বাক্ষরিত
১৬.	□□□□ মাহফুজু □□ □□□□□□ যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, মেলান্দহ, জামালপুর।	স্বাক্ষরিত
১৭.	□□□□ মো: রেজাউল □□□□ □□□□□□ যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ধা□□□□, □□□□	স্বাক্ষরিত
১৮.	□□□□ মো: □□□□□ হোসেন □□□□□□ যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, স□□, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	স্বাক্ষরিত
১৯.	□□□□ □□□□ বন্যা □□□□□ □□□□□□ যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, গুলশান □□□□□, □□□□।	স্বাক্ষরিত
২০.	□□□□ ফেরদৌসী বেগম □□□□□□ যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সদর, নারায়নগঞ্জ।	স্বাক্ষরিত
২১.	□□□□ মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন □□□□□□ যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, বি□□ □□□, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	স্বাক্ষরিত